

329 - হস্তমথ্বৈনরে হুকুম এবং এটা থেকে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন

আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি সবে প্রশ্নটি পশে করতে লজ্জাবোধ করছি। এক বোন নতুন ইসলাম গ্রহণ করছেন। তিনি প্রশ্নটির জবাব জানতে চান। কুরআন-হাদিসেরে দললি ভিত্তিকি এ প্রশ্নেরে জবাব আমার জানা নহে। আমি আশা করব, আপনারা আমাদরেকে সহযোগিতা করবনে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যদি আমার প্রশ্নটি অশালীন হয় তাহলে তিনি যনে আমাকে ক্ষমা করে দনে। কনিত্তু, মুসলমি হিসাবে জ্ঞানার্জনে আমাদরে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

সবে বনেরে প্রশ্ন হচ্ছ- হস্তমথ্বৈন করা কি ইসলামে জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক. কুরআনে কারীম:

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: ইমাম শাফয়েি এবং যারা তাঁর সাথে একমত পোষণ করছেন তারা সবাই এ আয়াত দিয়ে হস্তমথ্বৈন হারাম হওয়ার পক্ষে দললি দিয়েছেন। আয়াতটির ভাবানুবাদ হচ্ছ-

“আর যারা নজিদেরে যটোনাঙগকে হফোযত করে। নজিদেরে স্ত্রী বা মালকিনাভুক্ত দাসীগণ ছাড়া; এক্ষত্রে (স্ত্রী ও দাসীর ক্ষত্রে) অবশ্যই তারা ননিন্দতি নয়। যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তাহাই সীমালঙঘনকারী।”[সূরা মুমনিুন, আয়াত: ৫-৬]

ইমাম শাফয়েি ‘নকিহ অধ্যায়ে’ বলনে: ‘স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য সবার থেকে লজ্জাস্থান হফোযত করা’ উল্লেখ করার মাধ্যমে স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কটে হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি সুস্পষ্ট। এরপরও আয়াতটিকে তাগদি করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলনে (ভাবানুবাদ): “যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তাহাই সীমালঙঘনকারী।” সুতরাং স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য কোনে ক্ষত্রে পুরুষাঙগ ব্যবহার করা বধৈ হবনে না, হস্তমথ্বৈনও বধৈ হবনে না। আল্লাহই ভাল জাননে।[ইমাম শাফয়েি রচিত ‘কতিবুল উম্ম’]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোন কোন আলমে এ আয়াত দিয়ে দলিল দেন: “যারা বিবাহে সক্ষম নয়, তারা যেনে সংযম অবলম্বন করে যেনে পর্যন্ত না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩৩] এ আয়াতে সংযমের নরিদশে দয়োর দাবী হচ্ছ- অন্য সবকছি থেকে ধরৈয ধারণ করা।

দুই. সুন্নাহ:

আলমেগণ এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস দিয়ে দলিল দেনে যেনে, তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা এমন কছি যুবককে ছলাম যাদেরে কছি ছলি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: হে যুবকরো! তোমাদেরে মধ্যকার যার ٤٤٤ (বয়িরে খরচ বহন ও শারীরকি সামর্থ্য) রয়ছে সে যেনে বয়িরে করে ফলে। কেননা, তা তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হফোজত করায় সহায়ক হয়। আর যেনে বিবাহেরে সামর্থ্য রাখেনা, সে যেনে রোজা রাখে। কারণ তা যটন উত্তজেনা প্রশমনকারী।” [সহীহ বুখারী (৫০৬৬)]

শরয়িত প্রণতো, বয়িরে করতে অক্ষম হলে কষ্ট হওয়া সত্ববেও রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। হস্তমথুন করার পরামর্শ দেননি। যদিও হস্তমথুনেরে প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে, হস্তমথুন করা রোযা রাখার চেয়ে সহজ। কিন্তু তদুপরি তিনি সে অনুমতি দেননি।

এ মাসয়ালায় আরও অনেক দলিল আছে। আমরা এ দলিলগুলো উল্লেখে করাই যথেষ্ট মনে করছি।

হস্তমথুনে লিপ্ত ব্যক্তি কিভাবে এর থেকে মুক্তি পতে পারনে এ সম্পর্ক নিম্নে আমরা কছি উপদশে ও পদক্ষেপে উল্লেখে করব:

১। এই অভ্যাস থেকে বাঁচার প্ররেনা যেনে হয় আল্লাহর নরিদশে পালন ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বরিত থাকা।

২। স্থায়ী সমাধান তথা বয়িরে মাধ্যমে এ অভ্যাসকে প্রতিরোধ করা। কারণ এটাই ছলি যুবকদেরে প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদশে।

৩। নানা রকম কু-চিন্তা ও খারাপ ভাবনা থেকে দূরে থাকা। দুনিয়া বা আখরোতেরে কল্যাণকর চিন্তায় নজিকে ব্যস্ত রাখা। কারণ কু-চিন্তাকে বাড়তে দলি সেটো এক পর্যায়ে কর্মেরে দকি নিয়ে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে তা নিয়ন্ত্রয়রে বাইরে গয়িে অভ্যাসে পরিণিত হয়ে যায়। তখন তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠনি হয়ে পড়ে।

৪। দৃষ্টকি নত রাখা। কারণ কোন ব্যক্তি বা অশ্লীল ছবরি দকি দৃষ্টপিত করা, সেটো জীবতি মানুষেরে হোক কথি বা আঁকা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

হোক, বাঁধহীন দৃষ্টি ব্যক্তিকি হারামরে দকিে নিয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “মুমনিদেরকে বলুন, তারা যনে তাদরে দৃষ্টি নিত রাখাে” [সূরা নূর, আয়াত: ৩০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তুমি দৃষ্টির পর দৃষ্টি দবিে না” [সুনানে তরিমযি (২৭৭৭), আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন] তাই প্রথম দৃষ্টি, য়ে দৃষ্টি হঠাৎ করে পড়ে যায় সটোতে গুনাহ না থাকলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি হারাম। এছাড়া য়ে সব স্থানে যটন উত্তজেনা জাগয়িে তোলার উপকরণ বদিযমান থাকে সসেব স্থান থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। নানাবধি ইবাদতে মশগুল থাকা। পাপকাজ সংঘটিতি হওয়ার মত কোন অবসর সময় না রাখা।

৬। এ ধরণরে কু-অভ্যাসরে ফলে য়েসেব শারীরকি ক্ষতি ঘটে থাকে সগেলো থেকে শকিষা গ্রহণ করা। য়েমন- দৃষ্টিশক্তি ও স্নায়ুর দুর্বলতা, প্রজনন অঙ্গরে দুর্বলতা, মরুেদণ্ডরে ব্যথা ইত্যাদি য়েসেব ক্ষতির কথা চকিৎসকরা উল্লেখ করে থাকনে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মানসকি ক্ষতি; য়েমন- উদ্বগে-উৎকণ্ঠা, মানসকি পীড়া অনুভব করা। এর চয়েে বড় ক্ষতি হিচ্ছে- নামায নষ্ট করা। য়েহেতুে বারবার গোসল করা লাগে, যা করা কঠনি। বিশিেষতঃ শীতরে রাত্রতিে। অনুরূপভাবে রোযা নষ্ট করা।

৭। ভুল দৃষ্টিভিগরি প্রতি প্রতিষ্টি দূর করা। কারণ কছি কছি যুবক ব্যভচার ও সমকামতি থেকে নিজিকে রক্ষা করার ধুয়া তুলে এই কু-অভ্যাসকে জায়য়ে মনে করে। অথচ হতে পারে সে যুবক ব্যভচার ও সমকামতির নকিটবর্তী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। কঠনি ইচ্ছা ও শক্ত সদিধান্ত দিয়ে নিজিকে সুরক্ষতি রাখা। শয়তানরে কাছ হার না মানা। একাকী না থাকা; য়েমন একাকী রাত কাটানো। হাদসিে এসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পুরুষকে একাকী রাত কাটাতে নষিধে করছেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদসিটি ‘সহিুল জামে’ তে রয়ছে]

৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নরিদশেতি প্রতিকার পদ্ধতি গ্রহণ করা; সটো হচ্ছে- রোযা রাখা। কেননা রোযা যটন উত্তজেনাকে প্রশমতি করে এবং যটন চাহদিকে পরিশীলতি করে। এর সাথে উদ্ভট আচরণ থেকে সাবধান থাকা; য়েমন- হস্তমথৈন পুনরায় না করার ব্যাপারে শপথ করা কথিবা মানত করা। কারণ যদকিউে পুনরায় করে ফলে তাহলে সে ব্যক্তি পাকাপোক্ত-শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যটন উত্তজেনা নরিোধক ঔষধ সবেন না করা। কেননা এসব ঔষধ সবেনে শারীরকি ঝুঁকি আছে। তাছাড়া যটন উত্তজেনা একবোররে নঃিশে করে ফলে এমন কছি সবেন করা থেকে হাদসিে নষিধোজ্ঞ সাব্যস্ত হয়ছে।

১০। ঘুমানোর সময় ইসলামী আদবগুলো মনে চলা। য়েমন- ঘুমানোর দোয়াগুলো পড়া, ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শোয়া, পটেরে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উপর ভর দিয়ে না-ঘুমানো; যহেতু এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নষিধে আছে।

১১। ধর্মে ও সংযমের গুণে নিজেকে ভূষিত করা। কারণ হারাম কাজ থেকে ধর্মে রাখা আমাদের উপর ফরয; যদিও আমাদের মাঝে সেগুলো করার চাহিদা থাকে। আমাদের জানা উচিত, যদি আমরা নিজেকে সংযমী রাখার চেষ্টা করি তাহলে পরশিষে সেটো ব্যক্তির অবচ্ছদ্য আখলাকে পরণিত হবে। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি সংযম অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে সংযমী বানিয়ে দবিনে, যে ব্যক্তি অমুখাপকেষী থাকার চেষ্টা করবনে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপকেষী বানিয়ে দবিনে, যে ব্যক্তি ধর্মে রাখার চেষ্টা করবনে আল্লাহ্ তাকে ধর্মেয়শীল বানিয়ে দবিনে। কোন মানুষকে ধর্মেয়ের চয়ে প্রশস্ত ও কল্যাণকর আর কোন দান দয়ো হয়নি”[সহিহ বুখারী (১৪৬৯)]

১২। কটে যদি এই গুনাহটি করে ফলে তাহলে তার উচিত অনতবিলিম্বে তওবা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নকীর কাজ করা এবং ক্ষমাপ্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশ না হওয়া। কেননা এ পাপটি একটি কবরি গুনাহ।

১৩। সর্বশেষে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ধর্না দয়ো, দয়োয় মাধ্যমে তাঁর কাছে মনিতা করা, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এই কু-অভ্যাস থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় উপায়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা দয়োকারীর ডাকে সাড়া দনে। আল্লাহ্ই ভাল জাননে।